স্টোয়নিস ঝড়ে অস্ট্রেলিয়ার বড় জয়

বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ১৫৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে দেখেশুনে খেলতে থাকেন দুই অজি ওপেনার অ্যারন ফিঞ্চ ও ডেভিড ওয়ার্নার। প্রথম ৩ ওভারের ১৯ রান তোলেন এই দুই ব্যাটার।

ইনিংসের পঞ্চম ওভারে এসে প্রথম উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। দলীয় ২৬ রানে ১০ বলে ১১ রান করে সাজঘরে ফিরে যান ওয়ার্নার। অন্যদিকে হাত খুলে খেলতে পারেননি অধিনায়ক ফিঞ্চ। ১৮ বলে ৯ রান করে অপরাজিত আছেন তিনি। অন্যদিকে ৭ বলে ১ রান করে ক্রিজে আসেন মিচেল মার্শ। শ্রীলঙ্কার পক্ষে একমাত্র উইকেটটি নিয়েছেন মহেশ থিকসানা। তবে পাওয়ার প্লের পর রান তোলায় গতি বাড়ায় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু দলীয় ৬০ রানে উইকেট হারায় অজিরা।

১৭ বলে ১৭ রান করে ধনঞ্জয়া ডি সিলভার বলে আউট হন মিচেল মার্শ। তার বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ক্রিজে এসেই লঙ্কান বোলারদের ওপর চড়াও হন ম্যাক্সওয়েল। আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকন তিনি। তবে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি ম্যাক্সওয়েল। দলীয় ৮৯ রানে চামিকা করুণারত্নের বলে সাবস্টিটিউট হিসেবে ফিল্ডিংয়ে নামা আশেন বান্দারার অসাধারণ ক্যাচে সাজঘরে ফিরতে হয় তাকে। ১২ বলে ২৩ রান করে ফিরে যান ম্যাক্সওয়েল। অন্যদিকে তখনও নিজের খোলস ছেড়ে বের হতে ব্যর্থ অধিনায়ক ফিঞ্চ।

ম্যাক্সওয়েলের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন অলরাউন্ডার মার্কাস স্টোয়নিস। এসে লঙ্কান বোলারদের ওপর তান্ডব চালাতে থাকেন তিনি। ইনিংসের ১৫তম ওভারে বোলিংইয়ে আসেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। এই ওভারের দুই ছয় ও এক চারে ১৯ রান নেন স্টোয়নিস। পরের ওভারেও বাউন্ডারি অব্যহত রাখেন তিনি। মহেশ থিকসানার বলে তিন ছয় মারে ১৭ বলে নিজের অর্ধশতক পূর্ণ করেন মার্কাস স্টোয়নিস। অর্ধশতকের পরেও ছক্কা বৃষ্টি অব্যাহত রাখেন এই অলরাউন্ডার।

শেষ পর্যন্ত তার ব্যাটে ভর করে ২১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বড় জয় পায় অজিরা। অ্যারন ফিঞ্চ ৪১ বলে ৩১ ও মার্কাস স্টোয়নিস ১৮ বলে ৫৯ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। লঙ্কানদের পক্ষে

ধনঞ্জয়া ডি সিলভা, চামিকা করুণারত্নে ও মহেশ থিকসানা নেন ১টি করে উইকেট।

ধোনি এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে তামিল সিনেমা

আইপিএলে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি খেলেন চেন্নাই দলে। সেই থেকেই ভারতীয় দলের জোড়া বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক সঙ্গে তামিলনাড়ুর ঘনিষ্ঠতা। সম্পর্কটা এমনই গাঢ় যে ধোনিকে নেতা হিসেবেই ডাকা হয়। ক্রিকেটের পর এবার সেই সম্পর্ক পাকাপোক্ত করতে ধোনির সংস্থা নামছে তামিল ছবি প্রযোজনায়।

স্ত্রী সাক্ষীর তৈরি করা চিত্রনাট্যে তৈরি হচ্ছে একটি পারিবারিক সিনেমা। ধোনি এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে তামিল ছবিটির পরিচালনা করবেন রমেশ থামিলমনি। এই রমেশই লিখেছিলেন নয়া জমানার গ্রাফিক নভেল ‘অথর্ব’।

ধোনির ছবিতে কে কে কাজ করবেন, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দ্রুত নাম জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রমেশ।

রমেশ বলছেন, ‘সাক্ষীর তৈরি করা চিত্রনাট্যের নির্যাসটি পড়ে আমি উৎসাহিত হই। এটা একদম অন্য ধরনের। একটি দুর্দান্ত পারিবারিক ছবি।’

শুধু তামিলেই আটকে থাকতে রাজি নন ধোনি। তার নজর বিভিন্ন ভাষায়। তবে আপাতত তামিল দিয়েই অভিযান শুরু করছেন। তবে মূল লক্ষ্য অন্য ধারার ছবি তৈরি।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা।

জয়ে ফিরতে অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ১৫৮

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবশেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। চলমান অষ্টম আসরের স্বাগতিক দলও তারা। তবে এবারের আসরে শুরুতেই হোচট খায় অসিরা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা হেরে যায় গত বারের রানার্সআপ নিউজিল্যান্ডের কাছে।

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ম্যাচ, প্রতিপক্ষ গত মাসে এশিয়া কাপের শিরোপা জয়ী দল শ্রীলংকা। এই ম্যাচটি অসিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচে জিততে না পারলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অষ্টম আসরের সেমিফাইনালে ওঠা কঠিন হয়ে যাবে অ্যারন ফিঞ্চ-ডেভিড ওয়ার্নারদের।

অন্যদিকে শ্রীলংকা বাছাই পর্বের বাধা ডিঙিয়ে সুপার টুয়েলভে উঠে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারায়।

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পার্থে টস টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমেই বিপাকে পড়ে যায় সাবেক চ্যাম্পিয়ন শ্রীলংকা। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে ওপেনার কুশল মেন্ডিসের উইকেট হারানো দলটিকে খেলায় ফেরাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যান পাথুম নিশানকা ও ধনঞ্জয়া ডি সিলভা। দ্বিতীয় উইকেটে তারা ৫৮ বলে ৬৯ রানের জুটি গড়েন।

এরপর মাত্র ৩৬ রানের ব্যবধানে ৪ উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে লংকানরা। ২৩ বলে ২৬ রান করেন ক্যাচ তুলে দিয় ফেরেন ধনঞ্জয়া ডি সিলভা। নিজের ভুলে রান আউট হয়ে ফেরেন তরুণ ওপেনার নিশানকা। তিনি ৪৫ বলে ৪০ রান করেন।

ডি সিলভা এবং নিশানকা আউট হওয়ার পর ভানুকা রাজাপক্ষে, অধিনায়ক দাসুন শানাক আর ওয়ানেন্দু হাসারঙ্গা ব্যাটিংয়ে নেমে সুবিধা করতে পারেননি। তারা যথাক্রমে ৭, ৩ ও ১ রান করে আউট হন।

দুই উইকেট পতনের পর ১১.৩ ওভারে ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের শেষ বল পর্যন্ত খেলেন চারিথ আসালঙ্কা। তার ২৫ বলের গড়া ৩৮ রানের ইনিংসে ভর করে শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৫৭ রান তুলতে সমর্থ হয় শ্রীলংকা। অস্ট্রেলিয়ার জয়ে ফিরতে প্রয়োজন ১৫৮ রান।

জয় দিয়ে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন শুরু

ব্যাট হাতে শুভ সূচনার পর পথ হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ। একের পর এক উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৪ রান করতে পারল সাকিবের দল।

পরে বল হাতেও দুর্দান্ত শুরু করে বাংলাদেশ। ফিল্ডিংও করেছে অসাধারণ। তাসকিন-হাসানে ধরাশায়ী হয়ে ১৩৫ রানে গুটিয়ে গেছে নেদারল্যান্ডস।

ফলে বিশ্বকাপ মিশনে নেমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৯ রানে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ২৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট পেয়েছেন তাসকিন, হাসান পেয়েছেন ১৫ রান দিয়ে দুটি।

হোবার্টের বেলেরিভ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৪৫ রানের টার্গেট ছুড়ে দেন টাইগাররা।

সে লক্ষ্য তাড়ায় একমাত্র কলিন একারম্যান ছাড়া আর কেউ বাংলাদেশি বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

বোলিংয়ের শুরুতে প্রথম ওভারেই পর পর দুই বলে নেদারল্যান্ডসের ২ উইকেট শিকার করেন তাসকিন। এর পর সাকিবের ওভারে দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ে দুটি রানআউট উপহার পান টাইগাররা।

পাওয়ার প্লেতে ৬ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে নেদারল্যান্ডস করতে পারে কেবল ৩২ রান। চতুর্থ ওভারে আক্রমণে আসা সাকিবকে ছক্কা হাঁকান ডাচ ওপেনার ও’ডাউড।

পরের বলটি মিডউইকেটে ঠেলে দুটি রান নিতে গিয়েই ধরা খেলেন ও’ডাউড। দৌড়ে ক্রিজের মাঝখানে চলে আসেন তিনি কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেন কলিন একারম্যান। এর মাঝে দারুণ ক্ষিপ্রতায় বাউন্ডারি লাইন থেকে ছুটে এসে নন-স্ট্রাইক প্রান্তে থ্রো করেন আফিফ হোসেন। বল ধরে স্টাম্প ভেঙে উল্লাসে মাতেন সাকিব।

একারম্যানকে। তার আগে দ্বিতীয় বলে থার্ডম্যানে শারিজ আহমাদকে হাসান মাহমুদের ক্যাচে পরিণত করেন তাসকিন। শারিজের ব্যাট থেকে এসেছে ৮ বলে ৯ রান।

তাসকিন তার পঞ্চম ডেলিভারিতে ফিরিয়ে দিলেন এক প্রান্ত আগলে রাখা কলিন একারম্যানকেও। পুল করে ডিপ স্কয়ার লেগে ধরা পড়েছেন এ ব্যাটার। ৪৮ বলে দুই ছক্কা ও ছয় চারে ৬২ রান করেন এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার।

একারম্যানের আউটের ১৭ ওভারে নেদারল্যান্ডের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৯ উইকেটে ১০৫ রান। অর্থাৎ শেষ ৩ ওভারে ডাচদের প্রয়োজন পড়ে ১৮ বলে ৪০ রান।

এ সময় উইকেটের আশায় অনিয়মিত বোলার সৌম্য সরকারের হাতে বল তুলে দিলেন সাকিব। উইকেট না পেলেও ৮ রান দিলেন সৌম্য। ফলে জয়ের জন্য ১২ বলে প্রয়োজন পড়ে ৩২ রানের।

১৯তম ওভারটি করতে আসেন মোস্তাফিজুর রহমান। পর পর দুটি ওয়াইডসহ ৭ রান দেন মোস্তাফিজ।

অর্থাৎ ৬ বলে ২৫ রান দরকার পড়ে নেদারল্যান্ডসের। সেই রান ঠেকাতে দায়িত্ব পড়ে সৌম্য সরকারের কাঁধে। কারণ তাসকিন, হাসান ও সাকিব যার যার কোটা পূরণ করে ফেলেছেন।

সাকিবের আস্থার প্রতিদান দেন সৌম্য। ৪র্থ বলে দুর্দান্ত এক ছক্কা হাঁকালেন ভ্যান মেকেরেন। ২ বলে দরকার ১২ রানের।

সে বলে ২ রান নেন মেকেরেন। তাতেই উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে গ্যালারির বাংলাদেশি সমর্থকদের মধ্যে। শেষ বলে ছক্কার আশায় উড়িয়ে মারেন মেকেরেন। কিন্তু বাউন্ডারিতে লিটন দাসের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ১৩৫ রানে থামল ডাচরা। ১৪ বলে ২৪ রান নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন মেকেরেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
বাংলাদেশ: ২০ ওভারে ১৪৪/৮ (শান্ত ২৫, সৌম্য ১৪, লিটন ৯, সাকিব ৭, আফিফ ৩৮, ইয়াসির ৩, সোহান ১৩, মোসাদ্দেক ২০*, তাসকিন ০, হাসান ০*; ক্লাসেন ৪-০-৩৩-১, একারম্যান ১-০-৪-০, ফন মেকেরেন ৪-০-২১-২, ডি লেডে ৩-০-২৯-২, প্রিঙ্গল ২-০-১০-১, শারিজ ৩-০-২৭-১, ফন বিক ৩-০-১২-১)
নেদারল্যান্ডস: ২০ ওভারে ১৩৫ (বিক্রমজিত ০, ও’ডাউড ৮, ডি লেডে

০, একারম্যান ৬২, কুপার ০, এডওয়ার্ডস ১৬, প্রিঙ্গল ১, ফন বিক ২, শারিজ ৯, ক্লাসেন ৭*, মেকেরেন ২৪; তাসকিন ৪-০-২৫-৪, হাসান ৪-১-১৫-২, সাকিব ৪-০-৩২-১, মোস্তাফিজ ৪-০-২০-০, সৌম্য ৩-০-২৯-১, মোসাদ্দেক ১-০-১৪-০)

আফিফ-সৈকতের ব্যাটে ১৪৫ রানের লক্ষ্য দিল বাংলাদেশ

৪৩ রানের ওপেনিং জুটির শুভ সূচনা করেছিল বাংলাদেশ। এরপর ওপেনার সৌম্য আউট হলে বাংলাদেশ দলে মড়ক লাগে।

২০ রান করতেই ৪ উইকেট হাওয়া। একে একে শান্ত, লিটন ও সাকিব ফিরে গেলে দল বিপদে পড়ে।

পরে দুই অলরাউন্ডার আফিফ ও মোসাদ্দেকের ইনিংসে ভর করে চ্যালেঞ্জিং টার্গেট ছুড়ে দিতে পেরেছে বাংলাদেশ।

নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান সংগ্রহ করেছে টাইগাররা। জয়ের জন্য ১৪৫ রান করতে হবে নেদারল্যান্ডসকে।

সাকিবের আউটের পর হাল ধরতে নামেন আফিফ হোসেন ও ইয়াসির আলি রাব্বি।

এরপর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ ছিল ৫ মিনিটের মতো। এরপর আবারও খেলা শুরু হলেই বোল্ড হয়ে ফিরেছেন ইয়াসির।

১১তম ওভারের শেষ বলেই দুর্দান্ত এক ইয়র্কারে ইয়াসিরের উইকেট ভেঙে দেন পল ফন মেকেরেন।

এর পর থেকে দলকে একাই টেনে তুলছেন অলরাউন্ডার আফিফ। ১৬তম ওভারে সুইপ করে শারিজ আহমাদকে বাউন্ডারি হাঁকান আফিফ।

এরপর উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে ডিপ মিডউইকেট দিয়ে ছক্কা উড়িয়ে বাংলাদেশের রান একশ পার করে দেন তিনি।

১৫ ওভার শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ১০৬ রান।

১৬তম ওভারে অবশ্য জীবন পেয়েছেন আফিফ। ভ্যান বিকের ৩য় ডেলিভারিটি উড়িয়ে মারেন আফিফ। বল উড়ে যায় ডিপ মিডউইকেটে। দৌড়ে এসে ক্যাচ ধরার চেষ্টায় বল হাতে জমাতে পারেননি ফিল্ডার।

এর আগে আফিসের সঙ্গে ৩৭ বলে স্থায়ী ৪৪ রানের জুটি গড়েন উইকেটকিপার ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান।

ক্রিজে বেশ কিছুটা সময় কাটালেও সেভাবে টাইমিং করতে পারছিলেন না নুরুল হাসান সোহান। শেষে মরিয়ে হয়েই খেললেন শট। ধরা পড়লেন সীমানায়। ১৮ বলে ১৩ রান করেন সোহান।

আফিফ অবশ্য জীবন পান ২১ বলে ২৯ রানে। তবে জীবন পেয়েও ইনিংস বড় করতে পারেননি আফিফ। ১৮তম ওভারে ডি লিডার শেষ বলে কিপারের গ্লাভসবন্দি হয়েছেন তিনি। আফিফ থামলেন ২৭ বলে ৩৮ রানে।

এর আগে ৬ষ্ঠ ও ৭ম তথা পরপর দুই ওভারে দুই ওপেনার সৌম্য সরকার ও নাজমুল হোসেন শান্তকে হারায় বাংলাদেশ।

পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে মেকেরেনের শর্ট বলে পুল করে টাইমিং করতে পারেননি সৌম্য। মিডউইকেটে সহজ ক্যাচ নেন বাস ডে লেডে। ১৪ বলে ১৪ রান করে ভ্যান মেকারেনের বলে আউট হয়ে সাজঘরে ফিরেছেন ওপেনার সৌম্য।

পরের ওভারে বাঁহাতি স্পিনার টিম প্রিঙ্গলকে সুইপ করে ছক্কায় ওড়াতে চেয়েছিলেন শান্ত। স্পিনের বিপক্ষে খেলা শটে টাইমিং করতে পারেননি, ক্যাচ ওঠে যায় মিডউইকেটে।

শান্তর ব্যাট থেকে এসেছে ৪ বাউন্ডারিতে ২০ বলে ২৫ রান।

এরপর ব্যাট হাতে নেমে ব্যর্থ লিটন দাস। বাংলাদেশের হাল ধরতে পারলেন না তিনি।

দলে ফেরা লোগান ফন বিকের শর্ট অব লেংথ বল ঠিক মতো খেলতে পারেননি লিটন। ব্যাটের উপরের দিকে বল উঠে যায় উপরে। মিড-অফে সহজ ক্যাচ নেন টম কুপার।

১১ বলে ৯ রান করে বিদায় নিলেন লিটন। এরপর ছক্কার আশায় উড়িয়ে মেরে দলকে আরও বিপদে ফেলে ফিরলেন অধিনায়কও।

১০ম ওভারের প্রথম বলেই ছক্কার আশায় উড়িয়ে মারেন সাকিব। বাউন্ডারি লাইনে দুর্দান্ত ক্যাচ ধরেন শারিজ আহমেদ। ৯ বলে ৭ রান করেছেন অধিনায়ক।

শেষ দিকে মোসাদ্দেক হোসেনের ১২ বলে ২০ রানের ইনিংসে ১৪৪ রান করতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ।

তীরে এসে ডুবল তরী, যা বললেন বাবর আজম

ক্রিকেটে এশিয়ার অন্যতম সেরা পরাশক্তি দল ভারত-পাকিস্তান। এই দুই দলের ম্যাচের পরতে পরতে থাকে উত্তেজনা। আগে সচরাচরই তাদের মাঠের লড়াই দেখা যেত।

কিন্তু দুই দেশের সীমান্ত সমস্যার কারণে ২০১২ সালের পর থেকেই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে। যে কারণে ক্রিকেটপ্রেমীদের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে অধীর আগ্রহে লম্বা সময় ধরে বসে থাকতে হয়।

আইসিসি এবং এসিসির টুর্নামেন্ট ছাড়া এই দুই দলের মাঠের লড়াই দেখাই যায় না। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখার জন্য স্টেডিয়ামেই নয়, টিভি স্কিনের সামনেও উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দর্শক জনপ্রিয়তায়ও রেকর্ড গড়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ।

এই ম্যাচের প্রতি ক্রিকেটপ্রেমী মানুষের চাহিদা অন্যরকম। মাঠে প্রতিটি বলে বলেই থাকে উত্তেজনা-উন্মাদনা। আর সেই উত্তেজনকর ম্যাচে স্নায়ুচাপ ঠিকে রেখে নিজেদের সেরাটা উজার করে দেওয়া মোটেও সহজ ব্যাপার নয়।

পাকিস্তানের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ক্যালকুলেটিভ ক্রিকেট খেলে অবিশ্বাস্য জয় পেয়েছে ভারত।

ভারতের বিপক্ষে রোববার অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ১৫৯ রান করেও দুর্দান্ত বোলিংয়ে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করেছে পাকিস্তান। কিন্তু

শেষ মুহূর্তে স্নায়ুচাপ ধরে রাখতে না পারায় শেষ ওভারে টানাটান উত্তেজনাকর মুহূর্তে মোহাম্মদ নওয়াজের নো বলের খেসারত দিতে হয় পাকিস্তানকে।

১৬০ রানের টার্গেট তাড়ায় ৩১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায় ভারত। সেই অবস্থা থেকে দায়িত্বশীল ব্যাটিং করে যান সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তার ৫৩ বলের ৮২ রানের হার না মানা অবিশ্বাস্য ইনিংসে ভর করে ৪ উইকেটের জয় পায় ভারত।

ম্যাচ হারের পর পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম বলেন, ম্যাচটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। আমরা বোলিংয়ে ভালো শুরু করেছি, তারপর সব কৃতিত্ব হার্দিক পান্ডিয়া এবং বিরাট কোহলির। তারা গতি পরিবর্তন করে এবং খেলাটি ভালোভাবে শেষ করে। নতুন বলের সাথে এটা সহজ নয়, একটু একটু করে সুইং এবং সিম।

তিনি আরও বলেন, আমাদের জয়ের একটা সুযোগ ছিল। আমরা আমাদের ক্রিকেটারদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখতে বলেছিলাম। আমরা কোহলি-পান্ডিয়ার জুটিটা সময় মতো ভাঙতে পারিনি। তাদের উইকেট আমাদের খুব দরকার ছিল, সেজন্য আমরা আমাদের মূল বোলারদেরও কাজে লাগিয়েছি। ১২তম ওভারে ২০ রান দেওয়ার পরও শেষ ওভারে মোহাম্মদ নওয়াজের ওপর আস্থা ছিল। কিন্তু স্নায়ুচাপের কারণে সে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেও পারেনি।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে রঘুনাথপুর একাদশ ফাইনালে

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে জাফর পুর

দামুড়হুদায় ৮ শহীদ স্মৃতি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সভা

দামুড়হুদায় ৮শহীদ স্মৃতি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতিমূলক সভায় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সেক্রেটারি সেলিম উদ্দিন বগা, দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক কুতুব উদ্দিন, সাবেক ফুটবলার হাবিবুর রহমান, সাবেক ফুটবলার ইউসুফ আলী, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার জয়েন্ট সেক্রেটারি বখতিয়ার হোসেন বকুল, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, শিক্ষক সুজাত আলী, দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদ্রাসার ক্রীড়া শিক্ষক সৈয়দ মাসুদুর রহমান, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্টু, যুবলীগনেতা সন্টু, সাবেক ফুটবলার শরীফ উদ্দীন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শহিদ আজম সদু, সাবেক ফুটবলার জাকির হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা আরজু আহমেদ রাকিব সহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ।

আগামী শনিবার বিকেলে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে টুর্নামেন্টের বিষয়ে বড় পরিসরে আবারও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। সে আলোচনা সভায় উপজেলার জনপ্রতিনিধি, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবগদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী।

[redacted]

[redacted]

অধিনায়কের বিদায়ের পর ফিলিপকে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন কনওয়ে। ১৬তম ওভারের শেষ বলে হ্যাজেলউডের বাউন্সারে কুপোকাত হন ফিলিপ। ব্যক্তিগত ১২ রানে কট এন্ড বোল্ড হয়ে ফিরেন তিনি।

১৬ ওভারে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩ উইকেট হারিয়ে ১৫২ রান। শেষ ৪ ওভারে জিমি নিশামকে সঙ্গে নিয়ে ৪৮ রান যোগ করেছেন কনওয়ে। ১৩ বলে ২৬ রানের অপরাজিত থাকেন নিশাম।

আফ্রিদির ইয়র্কারে হাসপাতালে গুরবাজ

হাঁটুর চোট কাটিয়ে পাকিস্তান দলে ফিরেছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে বুধবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ওভার বল করে ৭ রান দিয়ে থাকেন উইকেটশূন্য। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে ৪ ওভার বল করে ২৯ রান দিয়ে তুলে নিয়েছেন আফগানদের ২ উইকেট।

ইনজুরি থেকে ফিরে যে তিনি কতটা ফিট ম্যাচে তার প্রমাণও দিয়েছেন। ফর্মে থাকা আফগানিস্তানের ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজকে দুর্দান্ত ইয়র্কারে প্রথম বলেই এলবির ফাঁদে ফেলেন এ পেসার। আফ্রিদির করা ইনসুইং ইয়র্কারে এ ওপেনারের বাঁ পায়ে সরাসরি আঘাত হানে, মাঠেই ব্যথায় কাতরাতে থাকেন গুরবাজ।

কিছু সময়ের জন্য খেলাও বন্ধ রাখা হয়। মাঠে আফগান ফিজিও এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। শেষ পর্যন্ত গুরবাজকে অন্য এক ক্রিকেটারের কাঁধে ভর করে মাঠ ছাড়তে দেখা গেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, ম্যাচ চলার সময়ই গুরবাজের বাঁ পা স্ক্যান করাতে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ওপেনারকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না আফগানিস্তান। তিনি ছিটকে গেলে তা আফগানদের কাছে বড় ধাক্কা হতে চলেছে। চোট পাওয়ার পর ফিল্ডিং করতে নামতে পারেননি গুরবাজ।

ম্যাচে গুরবাজের পর আফগানিস্তানের আরেক ওপেনার হজরতউল্লাহ জাজাইয়ের উইকেটও তুলে নেন আফ্রিদি।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত ম্যাচটির কোনো ফল হয়নি। পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ২.২ ওভার ব্যাটিং করে ১৯ রান স্কোরবোর্ডে জমা করার পর বৃষ্টি আঘাত হানে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি বাতিল ঘোষণা করা হয়।